দ্য সিমস মেডিয়েভাল

দ্য সিমস গেমের নাম জানেন না এমন গেমার খুঁজে পাওয়া বেশ কঠিন ব্যাপার। সিমস সিরিজের গেমগুলো মূলত লাইফ সিমুলেশন বা সোস্যাল সিমুলেশন ধাঁচের গেম। এই গেমে সিমস বলতে গেমের প্রতিটি ভার্চুয়াল ক্যারেক্টারকে বুঝানো হয়। গেমে এই সিমসদের নিয়ে খেলতে হয়, তাদের নিত্যদিনের কাজকর্ম, আচার-ব্যবহার, চাহিদা সবকিছুর খেয়াল রাখতে হয়। এ পর্যন্ত সিমস সিরিজের প্রচুর গেম বের হয়েছে, তবে মূল গেম মোট চারটি। দ্য সিমস ১, ২, ৩ এবং দ্য সিমস মেডিয়েভাল। বাকি গেমগুলো হচ্ছে এক্সপানশন প্যাক।

সাধারণত এই সিরিজের পূর্বের গেমগুলোতে আধুনিক যুগের শহরে বসবাসকারী চরিত্রদের নিয়ে বানানো হয়েছে। কিন্তু নতুন এই গেমে নির্মাতারা আধুনিক যুগের বদলে গেমের পটভূমি হিসেবে বেছে নিয়েছেন মধ্যযুগকে। এখানে গেমারকে সিমসদের নিয়ে রাজ্য গঠন করতে হবে, সিমসদের বিভিন্ন মিশনে পাঠাতে হবে। প্রতিটি মিশন ভালোভাবে শেষ করতে পারলে পুরস্কার হিসেবে কিংডম পয়েন্ট পাওয়া যাবে। এই কিংডম পয়েন্ট ব্যবহার করে বিভিন্ন আইটেম ও বিভিন্ন ক্যারেক্টার আনলক করা যাবে।

অন্যান্য রোল প্লে-য়িং গেমে গেমারকে বিভিন্ন চরিত্র থেকে পছন্দের একটি চরিত্র নিয়ে গেম শুরু করতে হয়। কিন্তু এই গেমে গেমারকে বিভিন্ন ধরনের সিমসদের নিয়ে গেম খেলতে হবে। এদের মধ্যে অন্যতম কিছু চরিত্র হচ্ছে–রুলার বা কিং, এই সিমস নিয়ে খেললে পুরো রাজ্য চালনা করতে হবে, আশপাশের রাজ্যের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন করতে হবে, দরকারে যুদ্ধ করতে হবে এবং রাজ্যের সীমানা বিস্তার করতে হবে। এছাড়া জাদুকর বা উইজার্ডের নিয়ে খেললে তাদের নিয়ে যুদ্ধ করতে হবে, তবে এদের নিয়ে হাতাহাতি লড়াই করা যাবে না, বরং এরা যুদ্ধ করবে জাদুবিদ্যার বিভিন্ন মন্ত্র প্রয়োগের মাধ্যমে। এই মন্ত্রগুলো মন্ত্রের বই বা স্পেলবুক থেকে পড়ে মনে রাখতে হবে এবং মাউসের মুভমেন্ট দিয়ে জাদুবিদ্যা প্রয়োগ

করতে হবে। স্পাই বা গোয়েন্দা সিমসকে নিয়ে খেললে এরা বিপরীত পক্ষের সিমসদের বিষ দিয়ে মেরে ফেলতে পারবে, আবার অন্য রাজ্যের গোপনীয় তথ্য চুরি করতে পারবে। কামার বা ব্ল্যাকস্মিথ সিমসদের দিয়ে রাজ্যের সৈন্যদের জন্য অস্ত্র, ঢাল ও বর্ম বানাতে হবে। ডাক্তার সিমসদের দিয়ে রাজ্যের অসুস্থ ও যুদ্ধে আহত সৈন্যদের পরিচর্যা করতে হবে। বীরযোদ্ধা বা নাইটদের নিয়ে লড়াই করে বিভিন্ন রাজ্য দখল করে রাজ্যের সীমানা বাড়ানো যাবে। এ ছাড়া মার্চেন্ট বা ব্যবসায়ী শ্রেণীর সিমসদের নিয়ে নিজ রাজ্যে ও আশপাশের রাজ্যে ব্যবসায়-বাণিজ্য করতে হবে। গেমটি খেললে মধ্যযুগের লোকদের জীবনযাপন ও তাদের বিভিন্ন রীতি-রেওয়াজ, ধর্মকর্ম, যুদ্ধের কৌশল সম্পর্কে বেশ ভালো ধারণা পাওয়া যাবে। আশা করা যায় সিমসভক্তদের জন্য এই গেমটি খুবই উপভোগ্য একটি গেম হতে যাচ্ছে।

গেমটি খেলতে উইন্ডোজ এক্সপি সার্ভিস প্যাক ৩ বা উইন্ডোজ সেভেন সার্ভিস প্যাক ১-এর প্রয়োজন পড়বে। এ ছাড়া ২.০ গিগাহার্টজের প্রসেসর, ২৫৬ মেগাবাইট মেমরিসম্পন্ন এবং পিক্সেল শেডার ২.০ সাপোর্টেড গ্রাফিক্স কার্ড, ১ গিগাবাইটের চেয়ে বেশি র‍্যাম এবং হার্ডডিস্কে প্রায় ৫.৩ গিগাবাইট খালি স্থানের প্রয়োজন পড়বে। তবে গেমের সেটিংস ও সেভ গেম ফাইলগুলো সংরক্ষণ করার জন্য হার্ডডিস্কে আরও ১ গিগাবাইট অতিরিক্ত জায়গা প্রয়োজন পড়বে।

এসাসিনস ক্রিড-ব্রাদারহুড

মনে আছে কি সেই অলতেয়ার ইবনে লা-আহাদ, ইজিও অদিতোরে দ্য ফিরেঞ্জের ও ডেসমন্ড মাইলসের কথা? পুরোনো সেই ঐতিহাসিক অ্যাকশন-অ্যাডভেঞ্চারভিত্তিক গেম এসাসিনস ক্রিডের কথা ভুলে যাননি কেউ। গেমের জগতে নতুন এক অধ্যায়ের সূচনাকারী এ গেমটি ভুলে যাবার নয়। এসাসিনস ক্রিডের মূল নায়ক ডেসমন্ড মাইলস নামের এক বারটেন্ডার। যে কি না বহু পুরনো আততায়ী গোষ্ঠীর উত্তরাধিকারী। তার জিনে রয়েছে সেই আততায়ীদের বহু অজানা ইতিহাস। পিস অব ইডেন ধারণ করে আছে অকল্পনীয় শক্তি, যার লোভে সেই পুরনো যুগ থেকে এখন পর্যন্ত টেম্পলাররা তা খুঁজে বেড়াচ্ছে। এসাসিন বা আততায়ী গোষ্ঠী যুগ যুগ ধরে পিস অব ইডেনকে সুরক্ষিত রেখেছে। ডেসমন্ডের স্মৃতির আনাচে লুকিয়ে আছে পিস অব ইডেনের সন্ধান, তাই তাকে এনিমাস নামের এক মেশিনে রেখে তার জিন থেকে পুরনো কাহিনীগুলো ঘেঁটে দেখে পিস অব ইডেনের সন্ধান চায় টেম্পলাররা।

প্রথম গেমে ডেসমন্ড এনিমাস মেশিনের সাহায্যে জেরুজালেম, আক্রে ও দামেস্কাসে বিচরণ করে বেড়ায় তার পূর্বপুরুষ অলতেয়ার ইবনে লা-আহাদের বেশে। কিন্তু গেমের শেষে সে বুঝতে পারে তাকে খারাপ কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। তাই দ্বিতীয় পর্বের প্রথমে দেখানো হয় সে টেম্পলারদের ল্যাব থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয় এবং আরও উন্নত আরেকটি এনিমাস মেশিন দিয়ে ইউরোপে বিচরণ করে বেড়ায় তার আরেক পূর্বপুরুষ ইজিও অদিতোরে দ্য ফিরেঞ্জের বেশে। দ্বিতীয় গেমের কাহিনী পুরো শেষ হয়নি এবং তা সমাপ্তি টানা হবে নতুন গেম ব্রাদারহুডে। এ গেমে সিজার বোর্গিয়া নামের টেম্পলারের জীবনের ইতি টানতে হবে। গেমের শেষে ডেসমন্ড জানতে পারবে সে আততায়ী

গোষ্ঠীর ৭২তম বংশধর, যার ধারা শুরু হয়েছিল অলতেয়ার ও মরিয়ার মাধ্যমে।

নতুন এ গেমে ইজিওর সাথে থাকবে কয়েকজন সহকারী, যারা বিপদে ইজিওকে সাহায্য করবে। গেমে রয়েছে অনেকগুলো অস্ত্র, যার মধ্যে বেশ কয়েকটি নতুন যুক্ত হয়েছে। এগুলো হচ্ছে–লং সোর্ড, ক্রসবো, ডাবল হিডেন ব্লেড, পয়জন ডার্ট, হিডেন গান, স্পেয়ার, হালবার্ড, পাইক, থ্রোয়িং নাইফ, ওয়ারহ্যামার, মেস, ক্যালিভার, হুইললক পিস্তল, এক্স ইত্যাদি। গেমের সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো এ গেমেই প্রথম মাল্টিপ্লে-য়ার অপশন রাখা হয়েছে। গেমে প্রায় ৮টি মোড রয়েছে। এগুলো হচ্ছে–ওয়ান্টেড, অ্যালায়েন্স, ম্যানহান্ট, চেস্ট ক্যাপচার, অ্যাডভান্সড ওয়ান্টেড, অ্যাডভান্সড অ্যালায়েন্স, এসকর্ট ও এসাসিনেট। গেমের বিভিন্ন ম্যাপে এবং বেশ কয়েকটি স্থানে বিচরণ করতে হবে। যেমন–ফ্লোরেন্স, রোম, ক্যাসল গান্ডোলফো, সিয়েনা, মন্ট সেইন্ট মিচেল ইত্যাদি। মাল্টিপ্লে-য়ার মোডে প্রায় ২১টির মতো প্লে-য়ার রয়েছে। তার হচ্ছে–কার্টেসান, বারবার, প্রিস্ট, নোবেল, প্রোউলার, এক্সেকিউশনার, ডক্টর, ব্ল্যাকস্মিথ, ক্যাপ্টেন, স্মাগলার, ইঞ্জিনিয়ার, থিফ, মার্সেনারি ইত্যাদি। আগের তুলনায় গেমের গ্রাফিক্স ও সাউন্ড সিস্টেম আরও উন্নত করে তোলায় এবং বেশ কিছু নতুন গেমপ্লে-স্টাইলের সংযোজন গেমটির স্বাদ আরও বাড়িয়ে তুলেছে।

গেমটি খেলার জন্য পেন্টিয়াম কোর টু ডুয়ো বা এএমডি এথলন এক্স২ ৬৪ সিরিজের ১.৮ গিগাহার্টজের প্রসেসর, এক্সপির জন্য ১.৫ ও ভিসতা/সেভেনের জন্য ২ গিগাবাইট র‍্যাম, ২৫৬ মেগাবাইট মেমরির পিক্সেল শেডার ৩.০ সাপোর্টেড গ্রাফিক্স কার্ড, ৮ গিগাবাইট হার্ডডিস্ক স্পেস এবং মাল্টিপ্লে-য়ার মোডে খেলার জন্য ১২৮ কিলোবিট পার সেকেন্ড গতির ইন্টারনেট কানেকশন লাগবে।

সেভেন সিস

ঠাকুরমার ঝুলির গল্পের কথা মনে আছে কি? সেই যে সাত সাগর তেরো নদী পাড়ি দিয়ে রাজপুত্র খুঁজে বেড়ায় নিজ গন্তব্য। সেই সাত সাগরের ওপরে ভিত্তি করে বানানো হয়েছে সেভেন সিস নামের গেমটি। তবে রাজপুত্র নয়, গেমারকে খেলতে হবে এক গুপ্তধন শিকারির বেশে নিজের যুদ্ধজাহাজ নিয়ে। পথে আক্রমণ করবে পাইরেট বা জলদস্যু, ভৌতিক জাহাজ, জলদানবসহ আরও কত কি! তাদের কামানের গোলার হাত থেকে বেঁচে থাকতে হবে এবং সুযোগমতো নিজ জাহাজের কামান দাগিয়ে উড়িয়ে দিতে হবে শত্রুপক্ষের জাহাজ। গেমটি টার্ন বেইজড স্ট্র্যাটেজি ধাঁচের গেম। গেমটির ডেভেলপার ও পাবলিশার হচ্ছে অ্যাস্টেরিক্স। সাদা রঙের বিশাল পালতোলা জাহাজ নিয়ে সমুদ্রে পাড়ি জমাতে হবে গেমারকে। পথে আক্রমণ করবে জলদস্যুদের জাহাজ। কামানের নিশানায় পড়লে তাদের উড়িয়ে দিতে হবে, তা না হলে তাদের তাড়িয়ে নিয়ে যেতে হবে দ্বীপ বা ধ্বংসস্তূপের কাছে যাতে তাতে ধাক্কা লেগে তা উড়িয়ে যায়। আরও বুদ্ধি করে খেলতে পারলে তাদের ছোড়া কামানের গোলা দিয়েই তাদের ধরাশায়ী করা যাবে। শত্রুপক্ষের জাহাজে জাহাজে ধাক্কা লাগিয়েও তা ধ্বংস করা যাবে। মোট কথা শত্রুপক্ষকে ধ্বংস করার অনেক উপায় রয়েছে, কিন্তু তা অনেক ভেবেচিন্তে কাজে লাগাতে হবে। গেমটিতে ভুল চাল দিলে তা ফিরিয়ে নেয়ার সুযোগ রাখা হয়েছে, কিন্তু ভুল চালের পর যদি নিজের জাহাজ ধ্বংস হয়ে যায় তবে সে চাল ফিরিয়ে নেয়া যাবে না। তাই প্রতিটি চাল দেয়ার আগে নিজের জাহাজের অবস্থান ও শত্রু জাহাজের আক্রমণের এলাকা ও সে জাহাজ কতটা দূরত্বে আছে তা বিবেচনা করে

খেলতে হবে। কিছু জাহাজে থাকবে যারা তারা কিছুতেই প্লে-য়ারের জাহাজের কামানের নিশানায় আসতে চাইবে না, তাদের মাত দেয়াটা বেশ কষ্টকর। কিছু জাহাজের কামানের নিশানা অনেক বেশি দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে, তাই তাদের থেকে বেঁচে থাকতে হবে। গেমটিতে অসাধারণ থ্রিডি গ্রাফিক্সের কারুকাজ তুলে ধরা হয়েছে। গেমের সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে কামান দাগানোর প্রাণবন্ত আওয়াজ, স্পিকারের ভলিউম বাড়িয়ে রাখলে মনে হবে আপনি সত্যিকারের জলদস্যুদের সাথে জাহাজ নিয়ে যুদ্ধ করছেন। মাঝে মাঝে নিজেই চমকে উঠবেন কামান দাগানোর গমগম শব্দে। বিভিন্ন রকমের পাইরেট শিপ, যেমন-ব্লু বুকানিয়ারস, বিখ্যাত মুভি সিরিজ পাইরেটস অব দ্য ক্যারিবিয়ানসের লিজেন্ডারি যুদ্ধজাহাজ ফ্লাইং ডাচম্যান, ঘোস্ট শিপ ইত্যাদির দেখা মিলবে গেমে। গেমে কিছু বোনাস স্টেজ রয়েছে, যাতে গুপ্তধন খুঁজে বের করতে হবে। গেমে নতুনদের জন্য রয়েছে ইন্টার-অ্যাকটিভ টিউটরিয়াল, যাতে গেমের সব বিষয়বস্তু খুব সহজেই বোঝা যাবে। ভালো পারফরমেন্স দেখাতে পারলে এক্সট্রা লাইফ পাওয়া যাবে এবং পয়েন্টের ভিত্তিতে গেমারের র‍্যাঙ্ক বাড়তে থাকবে। তাই আই আম ক্যাপ্টেন বলে সালাম ঠুকে লেগে যান গুপ্তধন শিকারে।

বড় আকারের গেমগুলোর তুলনায় ছোট আকারের গেম বা মিনি গেমগুলো বেশ স্বাচ্ছন্দ্যে খেলা যায়। তাই সময় কাটানোর জন্য অনেকেই বেছে নেন এ মিনি গেমগুলোকে। মিনি গেমগুলো বেশি জায়গা দখল করে না এবং তা চালানোর জন্য তেমন ভালো কনফিগারেশনের পিসির দরকার পড়ে না। আশা করি গেমটি সবার ভালো লাগবে।

মামি মেজ

মিসরের রহস্যাবৃত ইতিহাসের অতলে অনেকেই ডুব দিয়েছেন এবং উদ্ধার করেছেন তাদের সভ্যতার বেশ কিছু নিদর্শন। মিসরের ইতিহাস নিয়ে রয়েছে অনেক বই, কমিক, মুভি ও গেম। এসব গেমের ভিড়ে মিসরের ইতিহাস নিয়ে বানানো গেমের অবস্থান কিছুটা ভিন্ন প্রকৃতির। প্রাচীন মিসরে মৃতদের মমি বানিয়ে সংরক্ষণ করা হতো বিশেষ এক প্রক্রিয়ায়। রাজা-বাদশাদের মৃতদেহের সাথে দেয়া হতো অনেক ধনসম্পদ, এমনকি তাদের চাকরবাকরদেরও মেরে তাদের সাথে মমি বানিয়ে দিয়ে দেয়া হতো। কারণ তারা মনে করতো মৃত্যুর পর অন্যপারে চলে গেলে সেখানে তাদের ধনসম্পদ ও চাকরবাকরদের দরকার হবে।

পিরামিডগুলো একেকটি বিশাল সমাধি। পাথরের ওপর পাথর চাপিয়ে বানানো এ বিশাল সমাধিগুলো এখনো সবার কাছে বিস্ময়কর বস্তু। সেই সমাধির ভেতর থেকে মিসরের ফারাও তুতেনখামেনের সোনালি মুকুট হাতছানি দিয়ে ডাকছে গুপ্তধনশিকারিদের। আজকে যে গেমের কথা তুলে ধরা হবে সে গেমে আপনিও গুপ্তধনশিকারিদের একজন হয়ে উদ্ধার করতে যাবেন গুপ্তধন। পিরামিডের গোলকধাঁধা ভেঙে খুঁজে মমিদের হাত থেকে বেঁচে তুতেনখামেনের মুকুট ছিনিয়ে আনার অভিযানে নামতে হবে গেমারকে। বুদ্ধিমত্তার সঠিক প্রয়োগ করে বাঁচতে হবে পিরামিডে বিছিয়ে রাখা ফাঁদ, বিষাক্ত বিচ্ছু ও বিভিন্ন ধরনের মমির আক্রমণ থেকে।

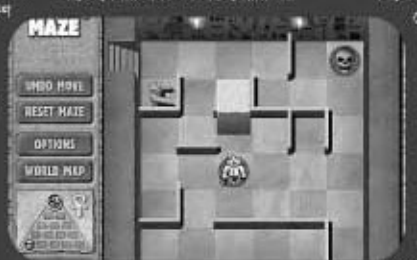

মমি মেজ গেমটি ডেভেলপ ও পাবলিশ করেছে বিখ্যাত মিনি গেম নির্মাতা কোম্পানি অ্যাস্টেরিক্স। দাবার চালের মতো খেলার উপযোগী এ গেমটি একটি টার্ন বেইজড গেম। যাতে গেমার একটি কমান্ড দেয়ার পর

কমপিউটার একটি কমান্ড দেবে। এভাবে খেলা চলতে থাকবে। মমি চাইবে প্লে-য়ারকে ধরতে আর প্লে-য়ারকে নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে নিজের প্রাণ রক্ষা করতে হবে। মমির হাতে ধরা পড়ে গেলে খেল খতম। তবে গেমের একটি সুবিধা হচ্ছে আনডু অপশন যাতে কোনো ভুল চাল দিয়ে ফেললে তা আবার ফিরিয়ে নেয়া যাবে। প্রতিটি চাল বেশ ভেবেচিন্তে দিতে হবে এবং চেষ্টা করতে হবে মমিকেই ফাঁদে ফেলার, যাতে সে প্লে-য়ারকে ধরতে না পারে। প্লে-য়ার এক কদম এগুলে মমি এগুবে দুই কদম। তাই বেশ সাবধানে খেলতে হবে। একে একে পিরামিডের চেম্বারগুলো খোঁজ করে বের করতে হবে গুপ্তধন এবং মমির চোখে ধুলো দিয়ে তা নিয়ে চম্পট দিতে হবে।

গেমটির থ্রিডি রেন্ডারিং গ্রাফিক্স ও সাউন্ড সিস্টেম বেশ উন্নতমানের এবং চমকপ্রদ। গেমের স্প্ল্যাশ স্ক্রিনগুলো হাতে আঁকা, তাই তা ভিন্নমাত্রার স্বাদ যোগ করেছে গেমটিতে। বেশ কঠিন পাজলের গেমটিতে মাস্টার লেভেলে খেলতে বেশ বেগ পেতে হবে। গেমে প্রায় ১৫টি পিরামিডে বিচরণ করতে হবে। স্টেজের সংখ্যা হাজারেরও বেশি, তাই খেলা যাবে অনেক দিন ধরে এবং বুদ্ধির কৌটিতে শান দেয়া যাবে ভালোমতো। গেমটি খেলে যে স্কোর অর্জন করবেন তা অনলাইনে আপলোড করে বিশ্বের অন্য প্লে-য়ারদের কাতারে নিজের অবস্থান যাচাই করে দেখতে পারবেন। গেমটি খেলার জন্য বিশেষ কোনো কনফিগারেশনের পিসির দরকার পড়বে না। মাদারবোর্ডের বিল্ট-ইন গ্রাফিক্স কার্ডেই গেমটি চালানো যাবে অনায়াসে। গেমটি পিসিতে রেখে দেয়ার মতো একটি গেম, যা মুছে ফেলতে ইচ্ছে করবে না অনেকেরই। অ্যাস্টেরিক্সের বানানো গেমগুলো www.astatix.com থেকে ডাউনলোড করতে পারবেন বিনামূল্যে।

ক্রাইসিস ২

ফার্স্ট পারসন শুটিং গেমভক্তদের মাঝে সবচেয়ে জনপ্রিয় গেমের তালিকাগুলোর একটি যে ক্রাইসিস তা বলার অপেক্ষা রাখে না। একঘেয়ে যুদ্ধভিত্তিক গেমগুলোর মাঝে নতুনত্বতা যোগ করে গেমের রোমাঞ্চ এবং উত্তেজনা বাড়িয়ে তুলেছিল এ সিরিজের প্রথম গেম। ব্যাপক সাফল্যের কারণ ছিল গেমের মূল ফিচার ন্যানো স্যুট, যা প্লে-য়ারকে কিছু অস্বাভাবিক ক্ষমতা দিয়ে গেম খেলার স্বাদ আরও বাড়িয়ে তুলেছিল। গেমের জগতে এ গেম তুলকালাম ঘটানোয় গেমারদের চাহিদা মেটানোর জন্য বের হয়েছিল ক্রাইসিস ওয়ারহেড নামের এক্সপানশন। কিন্তু নতুন বছরে উপহার হিসেবে থাকছে গেম সিরিজের দ্বিতীয় পর্ব ক্রাইসিস ২। জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্টে অবস্থিত ক্রাইটেকের ডেভেলপ করা এ গেম পাবলিশ করেছে ইলেকট্রনিক আর্টস। গেমটি প্রথম গেমের সিক্যুয়াল বা প্রথম গেমের কাহিনীর ধারাবাহিকতায় নির্মাণ করা হয়েছে। গেমের কাহিনী লিখেছেন রিচার্ড মরগান এবং সায়েন্স ফিকশন নভেল রাইটার পিটার ওয়াটস গেমের কাহিনীর ওপর ভিত্তি করে লিখেছেন একটি উপন্যাস। গেমের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে-গেমটি ক্রাইটেকের নতুন গেম ইঞ্জিন ক্রাইইঞ্জিন ২-এ বানানো প্রথম গেম। আগের গেম দুটিতে ব্যবহার করা হয়েছিল ক্রাইইঞ্জিন ২। পৃথিবীর শক্তিশালী গেম ইঞ্জিনগুলোর মধ্যে এটি একটি, যার অনেক ফিচার রয়েছে। গেমের কাহিনী নির্ধারণ করা হয়েছে প্রথম গেমের ৩ বছর পরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে। ক্রাইসিস ও ফারক্রাই গেমের মধ্যে জঙ্গলকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল গেমের জগত। তাই গেমে কিছুটা ভিন্নতা আনার জন্য ক্রাইটেক গেমের পটভূমি সাজিয়ে তুলেছে নিউইয়র্ক সিটিতে। জঙ্গলের চেয়ে শহুরে লোকালয়ে

খেলার ধরন বেশ আলাদা ও যুদ্ধ-কৌশল প্রয়োগ করার ব্যাপারে বেশ সুবিধার। শহরে ভিনগ্রহবাসীদের আক্রমণ ঠেকাতে হবে এবং মানবজাতির অস্তিত্ব রক্ষা করতে হবে। ন্যানো স্যুট আরও উন্নত এবং গেমের পরিবেশ আরও আকর্ষণীয় করে তোলা হয়েছে। ফার্স্ট পারসন মোডে গেমটি খেলার সময় থার্ড পারসন মোডে খেলার সময় যেসব সুবিধা পাওয়া যায় তার অনেকটাই পুরো করে দেয়া হয়েছে। ফার্স্ট পারসন মোডে এত সুবিধা আর কোনো গেমে দেয়া হয়নি। গেমের প্রধান চরিত্রে রয়েছে অরিজিনাল ক্রাইসিস গেমের জেক ডান এবং তার সঙ্গীরাও রয়েছে গেমে।

ক্রাইটেক দাবি করেছে এটি বিশ্বের এখন পর্যন্ত বানানো সবচেয়ে নিখুঁত ও বাস্তবসম্মত গ্রাফিক্সসমৃদ্ধ গেম। পুরনো গেমের চেয়ে নতুন গেমে বেশ কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে। শুঁড়বিশিষ্ট কদাকার ভিনগ্রহবাসীর বদলে ব্যবহার করা হয়েছে বর্ম পরিহিত হাইটেক সাইবোর্গ। ন্যানোস্যুটে আর উন্নত ট্যাকটিক্যাল মোড ব্যবহার করা হয়েছে, যার ফলে আর দ্রুত গতি, স্টিলথ মোড ও পাওয়ার পাওয়া যাবে। ক্রাইটেক চ্যালেঞ্জ করেছে ক্রাইইঞ্জিনের প্রতিদ্বন্দ্বী ইপিক গেমসের আনরিয়েল ইঞ্জিনেরও ক্রাইসিস ২ চালানোর ক্ষমতা নেই।

ক্রাইটেক প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তাদের নতুন এ গেমের সিস্টেম রিকোয়ারমেন্ট আগের গেমের তুলনায় কম হবে এবং তারা তাদের কথা রেখেছে। গেমের মিনিমাম ও রিকমেন্ডেড সিস্টেম রিকোয়ারমেন্ট গেমের গ্রাফিক্স কোয়ালিটির তুলনায় বেশ কমই চাওয়া হয়েছে। ফুল এইচডি মোডে খেলার জন্য কিছুটা হাই কনফিগারেশনের দরকার হবে, তবে তাও খুব বেশি নয়। গেমটি খেলার জন্য ২ গিগাহার্টজের কোর টু ডুয়ো বা এথলন এক্সটু সিরিজের প্রসেসর, ২ গিগাবাইট র‍্যাম এবং ন্যূনতম জিফোর্স ৮৮০০ জিটি বা রাডেওন এইচডি ৩৮৫০ গ্রাফিক্স কার্ড লাগবে।

ড্রাগন এজ ২

ছোটবেলায় দাদা-দাদির কোলে শুয়ে আমরা অনেকেই শুনেছি ভূত-প্রেত, রাক্ষস-খোক্কস, দৈত্য-দানব, জাদুকর-ডাইনি, পিশাচ-নরখাদক ইত্যাদি কত কিছুর কাহিনী। কাহিনী শুনতে শুনতে কেউ ভয়ে জড়সড়, আবার কেউ ঘুমের অতলে তলিয়ে গেছি। সেই কল্পকাহিনী এখন

আর দাদা-দাদির মুখের বুলি বা ঠাকুরমার ঝুলির ভেতরে নেই, প্রযুক্তির কল্যাণে তা উঠে এসেছে চোখের সামনে জীবন্ত হয়ে মনিটরের স্ক্রিনে। কাল্পনিক কাহিনী বা ফ্যান্টাসিনির্ভর এ গেমগুলো মনে করিয়ে দেয় ছোটবেলায় শোনা নানা গল্পের কথা। ফ্যান্টাসিনির্ভর গেমগুলোর বেশিরভাগই হয়ে থাকে রোল প্লে-য়িং ধাঁচের। অর্থাৎ এতে একটি নির্দিষ্ট প্লে-য়ারকে কন্ট্রোল করতে হয় এবং নানারকম মিশন সম্পন্ন করতে হয়। অ্যাকশন বা অ্যাডভেঞ্চার গেমগুলোতে কথা কম, কাজ বেশি, কিন্তু রোল প্লে-য়িং গেমে ডায়ালগ বেশ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তার ভিত্তিতেই গেমে এগিয়ে যাওয়ার সূত্র পাওয়া যায়। তাই রোল প্লে-য়িং গেমগুলোতে কথোপকথন বেশ মনোযোগের সাথে শুনতে হয়, তা না হলে গেমে এগিয়ে যাওয়া বেশ মুশকিল হয়। অনেকের কাছে এ ধরনের গেম ভালো লাগে না, বেশ বিরক্তিকর লাগে। আবার অনেকের কাছে তা বেশ ভালো লাগে, কারণ তা ধৈর্যশক্তি পরীক্ষার গেম এবং ধীরেসুস্থে খেলার গেম। এ দুই ধরনের গেমারের কথা মাথায় রেখে বানানো হয়েছে নতুন গেম ড্রাগন এজ ২। কারণ এ গেমে কথাও রয়েছে এবং সমানতালে অ্যাকশন-অ্যাডভেঞ্চারও রাখা হয়েছে, যা গেমটির একঘেয়েমির মাত্রা অনেকটা দূর করে দিয়েছে। গেমটি ডেভেলপ করেছে বায়োওয়্যার এবং পাবলিশ করেছে ইলেকট্রনিক্স আর্টস। গেমটি কম্পোজ করেছে ইনোন জুর। গেমটি বানাতে ব্যবহার করা হয়েছে লাইসিয়াম নামের গেম ইঞ্জিন।

গেমের প্রথম পর্ব ড্রাগন এজ অরিজিনালসের মিথিক্যাল বা কাল্পনিক জগতটিই নতুন গেমে রাখা হয়েছে। গেমে প্লে-য়ারকে কন্ট্রোল করতে হবে হকি নামের চরিত্রকে। চরিত্রটি ছেলে বা মেয়ে হতে পারে। খেলা শুরুর আগে তা পছন্দ করে নিতে হবে। তাকে গেমের জগতে আবির্ভূত করার আগে তার ক্লাস নির্ধারণ করে নিতে হবে। গেমে মাত্র তিনটি ক্লাস রাখা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে-ওয়ারিয়র, মেজ ও রোগ। পৈশাচিক শক্তির হাতে নিজ শহর ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় পরিবারসহ হকিকে বিতুজি হিসেবে যাত্রা করতে হবে সিটি অব কিরকওয়ালের উদ্দেশে। পরে সে ভাগ্যের সূত্রের গতিপথ বদলে রাজনৈতিক ও সামাজিক বাধা ঠেলে হয়ে উঠবে কিকোয়ালের চ্যাম্পিয়ন। গেমে তার সহযোগী হিসেবে থাকবে ভেরিক ও কার্লাত্রা।

গেমটি নন-লিনিয়ার ধাঁচের। কারণ এতে গেমের কাহিনীর নির্দিষ্ট ধারা বজায় রাখা হয়নি, তা ইচ্ছেমতো বদলে নেয়া যাবে গেমারের মর্জিমতো। কারণ গেমে প্রতিটি কাজ করার আগে তিন রকমের অপশন দেয়া হবে। এ অপশনগুলোর ব্যবহার প্লে-য়ারের প্রকৃতি শান্ত, মাঝারি না রাগী গোছের তা নির্ধারণ করে দেবে। গেমে নিজের মর্জিমাফিক চলা যাবে বলে গেমটি সবার কাছে বেশ ভালো লাগবে। যারা রোল প্লে-য়িং গেম পছন্দ করেন না তারাও গেমটি পছন্দ করবেন। নতুন জাদুমন্ত্রের ব্যবহার, বেশ কিছু নতুন ধরনের অস্ত্র এবং যুদ্ধ-কৌশল গেমটিকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে। গেমটি চালাতে ১.৮ গিগাহার্টজের কোর টু ডুয়ো প্রসেসর, ১ গিগাবাইট র‍্যাম, ২৫৬ মেগাবাইট মেমরির পিক্সেল শেডার ৩.০ সমর্থিত গ্রাফিক্স কার্ড ও ৭ গিগাবাইট হার্ডডিস্ক স্পেস লাগবে।

ঘোস্ট বাস্টারস

ভূতের ভয়ে কাবু? রাতের ঘুম হারাম করে দিচ্ছে ভূতের দল? ঘরের সবাইকে পেরেশান করে তুলেছে ভূতদের কাণ্ড-কারখানা? কোনো কাজই করতে দিচ্ছে না শয়তান ভূতের দল? কোনো কিছুতেই তাদের থামানো যাচ্ছে না? তাহলে তো তাদের শায়েস্তা করার ব্যবস্থা করতে হয়। কি বলেন? এখুনি ফোন করুন ঘোস্ট বাস্টারসের হেডকোয়ার্টারে। দেখুন তারা এসে কিভাবে ভূত পিটিয়ে তাদের বন্দি করে ঘর ভূতমুক্ত করে। ঘোস্ট বাস্টারস ১৯৮৪ সাল থেকে এখনও ভূতদের তাড়া করে আসছে। না সত্যিকারে নয়, সিনেমার পর্দায়। ঘোস্ট বাস্টারসের যাত্রা শুরু আজ থেকে ২৭ বছর আগে একটি মুভির মাধ্যমে। যাতে একটি টিম তাদের প্যারানরমাল এক্সটারমিনেটর সার্ভিসের মাধ্যমে ভূতসহ অন্যান্য বিপজ্জনক প্রাণীকে নাজানাবুদ করে অত্যাধুনিক টেকনোলজির সাহায্যে তাদের বন্দি করে রাখে। প্রথম মুভির পর ১৯৮৭ সালে আরেকটি মুভি ঘোস্ট বাস্টারস ২ মুক্তি পায় এবং নতুন মুভি ঘোস্ট বাস্টারস ৩-এর কাজ চলছে যা মুক্তি পাবে ২০১২ সালে। মুভির রেশ ধরে একে একে বের হয়েছে অনেকগুলো গেম। এগুলো হচ্ছে–ঘোস্ট বাস্টারস, ঘোস্ট বাস্টারস ২, দ্য রিয়েল ঘোস্ট বাস্টারস, এক্সট্রিম ঘোস্ট বাস্টারস, কোড-অ্যাক্টো-ওয়ান, দ্য অল্টিমেট ইনোভেশন, ঘোস্ট বাস্টারস–দ্য ভিডিও গেম। এ ছাড়াও রয়েছে অনেক কমিকস ও অ্যানিমেশন ফিল্ম। আমাদের আজকের আলোচনা হবে ঘোস্ট বাস্টারসের নতুন গেম ঘোস্ট বাস্টারস–স্যাঙ্কটাম অব স্লাইম নিয়ে।

স্যাঙ্কটাম অব স্লাইম গেমটির কাহিনী ঘোস্ট বাস্টারস ১ ও ২-এর কাহিনীর ওপরে নির্মিত এবং ঘোস্ট বাস্টারস–দ্য ভিডিও গেমের সিক্যুয়াল। গেমের কাহিনীতে দেখানো হবে মিউজিয়ামের কিউরেটর জ্যানোসজ পোহার মানসিক অবস্থা ভালো না থাকায় তাকে মানসিক হাসপাতালে ভর্তি করা হবে এবং সেখানে সে পরিচিত হবে ইসমায়েল ম্যাকেনগলের সাথে। ইসমায়েল শয়তান ভুমাজুর উপাসকদের সর্বশেষ বংশধর। সে রেলিক অব নিলহে নামের এক প্রাচীন রহস্যময় আর্টিফ্যাক্ট খুঁজে বেড়াচ্ছে যা দিয়ে আবার ভুমাজুকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব। তাদের দুজনের সহযোগিতায় ৪ হাজার বছর ধরে ঘুমিয়ে থাকা শয়তান ভুমাজু আবার জেগে উঠবে এবং নিউইয়র্ক সিটির ওপর হামলা চালাবে। প্রচণ্ড শক্তিশালী ভুমাজুকে কয়েদ করা সম্ভব হবে না বুঝিয়ে যাওয়া ঘোস্ট বাস্টারস টিমের পক্ষে। ঘোস্ট বাস্টারসের কর্ণধার ড. পিটার ভেঙ্কম্যান, ড. রেমণ্ড স্ট্যান্টজ, ড. ইগন স্পেঙ্গলার ও উইনস্টন জেডেমোর তখন সিদ্ধান্ত নেয় টিমে নতুন লোক নেয়ার। তাই তাদের জায়গায় নতুন করে নেয়া হয় চারজনকে, তারা হচ্ছেন– অ্যালান ক্রেন্ডাল, স্যামুয়েল হ্যাজার, ব্রিজেট গিনকল ও গ্যাব্রিয়েল সিটার। নতুনদের নিয়েই গেম খেলতে হবে, তবে পুরনো সদস্যরা সাহায্যকারী হিসেবে কাজ করবে। তারা ল্যাবে থেকে প্রয়োজনীয় উপদেশ ও সাপ-ই নিয়ে তাদের সাহায্য করবে।

গেমে অনেক ধরনের ভূতের মোকাবেলা করতে হবে। এগুলো মধ্যে রয়েছে–বেলহপ ঘোস্ট, স্লাইমার, ফ্লাইং স্কাল, শক ঘোস্ট, হেলিস ফুল টরসো, স্কাল পোর্টাল, অ্যাবোমিনেশন, গোলেম, ক্রাওলার, স্মাশার, জম্বি, প্রোটোসেকিউ, লকদিতলা ইত্যাদি। গেমে ব্যবহৃত ভূত নিধনকারী অস্ত্রগুলো হচ্ছে–অ্যাক্টো-

ফেয়ারজনি-উজি, প্রোটন স্ট্রিম, প-জমা ইভাক্টর, ফারমিশন শক ইত্যাদি।

গেমে প্রায় ১২টি লেভেল রয়েছে। মাল্টিপ্লে-য়ার মোডে চারজন একসাথে খেলা যাবে। গেমের গ্রাফিক্স মোটামুটিমানের, তবে শব্দকৌশল বেশ উপভোগ্য। গেমটি চালাতে ডুয়াল কোরের প্রসেসর, ১ গিগাবাইট র‍্যাম, পিক্সেল শেডার ৩.০ সমর্থিত গ্রাফিক্স কার্ড ও ৫০০ মেগাবাইট হার্ডডিস্ক লাগবে।

হোমফ্রন্ট

বর্তমানে বিখ্যাত গেম নির্মাতারা গেমকে জনপ্রিয় করার জন্য শুধু গেমপ্লে ও গেমের গ্রাফিক্সের দিকে জোর না দিয়ে, গেমের কাহিনীর ওপর বেশ জোর দিচ্ছেন। তাই নতুন গেমগুলোকে এমনভাবে বানানো হচ্ছে যাতে মনে হয় গেমার গেম খেলার সাথে সাথে কোনো মুভি উপভোগ করছেন। আজ যে গেমটি নিয়ে আলোচনা করা হবে সেটি একটি বেশ উপভোগ্য কাহিনীনির্ভর সায়েন্স ফিকশন ফার্স্ট পারসন শূটিং গেম। গেমটি পিসির জন্য ডেভেলপ করেছে ডিজিটাল এক্সট্রিমস এবং কনসোলের জন্য ডেভেলপ করেছে কাওস স্টুডিওস। গেমটি পাবলিশ করেছে টিএইচকিউ। গেমটি বানাতে ব্যবহার করা হয়েছে নামকরা গেম ইঞ্জিন আনরিয়েল। গেমের কাহিনী লিখেছেন আমেরিকার বিখ্যাত স্ক্রিপরাইটার, প্রডিউসার ও ডিরেক্টর মিস্টার জন ফ্রেডরিক মিলিয়াস।

গেমের পটভূমি হচ্ছে অদূর ভবিষ্যতের অর্থাৎ ২০২৭ সালের আমেরিকার সীমান্ত এলাকা, যেখানে দেখানো হয়েছে পারমাণবিক অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে কোরিয়ান সৈন্যবাহিনী আমেরিকার মিসিসিপি নদী তীরবর্তী এলাকায় অবস্থিত সবগুলো স্টেট দখল করে নিয়েছে। তবে মজার ব্যাপার হচ্ছে গেমে প্রথমে কোরিয়ার বদলে চীনকে শত্রুপক্ষ বানানো হয়েছিল, কিন্তু গেমের এই কাহিনীর ফলে বাস্তবেই আমেরিকার সাথে চীনের বাণিজ্যিক সম্পর্কের অবনতি হতে পারে, সেই আশঙ্কায় পরে উত্তর কোরিয়াকে শত্রুপক্ষ করা হয়েছে। ২০১১ থেকে শুরু করে ২০২৭ পর্যন্ত ঘটা কিছু ঘটনার ভিত্তিতে এ যুদ্ধের ঘোষণা করা হবে। নতুন ধরনের কাহিনী গেম খেলার স্বাদ বাড়িয়ে তুলতে সক্ষম হবে বলে আশা রাখি। অন্যান্য গেমের তুলনায় এ গেমে বেশ কিছু নতুন ফিচার যোগ করা হয়েছে, যা

গেমটিকে আরও উপভোগ্য করে তুলেছে। সিঙ্গেল প্লে-য়ার মোডটি গেমের পুরনো ভার্সন ফ্রন্টলাইন্স-ফুয়েল অব ওয়ারের চেয়ে আরও সুন্দর করে সাজানো হয়েছে। গেমের ডিজাইন ডিরেক্টর ডেভিড ভোটাইপকা গেমটি সাজিয়েছেন হাফ-লাইফ ২ গেমের সাজ্জায় সাথে মিল রেখে। গেমে বায়োশক ও আনরিয়েল টুর্নামেন্ট গেমগুলোর ছাপও দেখা যাবে। ডিফিকাল্টি লেভেলের ওপরে ভিত্তি করে গেমের গেমপ্লে-র সময় ৫-১০ ঘণ্টা হতে পারে। মাল্টিপ্লে-য়ার মোডে গাড়ি নিয়ে যুদ্ধ করার প্রবণতা বেশি লক্ষ করা যাবে। মিশন সম্পন্ন করার ফলে প্লে-য়ার পয়েন্ট পাবে, যা তার কর্মদক্ষতা বাড়াবে। অর্থের বিনিময়ে ছোটখাটো অস্ত্র কেনার পাশাপাশি হেলিকপ্টার ও ট্যাঙ্কও কেনা যাবে। মাল্টিপ্লে-য়ার মোডে ৩২ জন খেলা যাবে। দুটি টিমে খেলা হবে, যাতে প্রত্যেক টিমে ১৬ জন করে প্লে-য়ার থাকবে। গেমে প্রায় ৭টি ম্যাপ আছে পিসি ভার্সন ও প্লে-স্টেশন ভার্সনের জন্য। তবে সুবুর্বস নামে বিশেষ একটি ম্যাপ আছে, যা শুধু এক্সবক্স ভার্সনের জন্য অবমুক্ত করা হয়েছে।

গেমের গ্রাফিক্স বেশ ভালোমানের এবং সাউন্ড সিস্টেমও বেশ প্রাণবন্ত। গেমে প্রায় ১১টি সাউন্ড ট্র্যাক ব্যবহার করা হয়েছে, যা বেশ শ্রুতিমধুর। গেমের গ্রাফিক্সের কারুকাজের সাথে তুলনা করলে বলা চলে গেমের সিস্টেম রিকোয়ারমেন্ট একটু বেশিই চাওয়া হয়েছে। ১ ডিভিডির এ গেমটি ইনস্টল হতে অনেক সময় নেবে এবং বেশ জায়গা দখল করবে। গেমটি চালাতে ২.৪ গিগাহার্টজের কোর টু ডুয়ো বা এথলন এক্স টু সিরিজের প্রসেসর, ২ গিগাবাইট মেমরির র‍্যাম, পিক্সেল শেডার ৩.০ সমর্থিত ২৫৬ মেগাবাইট মেমরির গ্রাফিক্স কার্ড (ন্যূনতম এনভিডিয়া জিফোর্স ৭৯০০ জিএস বা এটিআই রাডেওন ১৯০০ এক্সটি) এবং প্রায় ১০ গিগাবাইট হার্ডডিস্ক স্পেস।